বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ডাকবাক্স নং ৩২৫
ঢাকা
বাংলাদেশ
www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ
(পলিসি শাখা)

এসিডি সার্কুলার নং : ০২

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮
তারিখঃ----------
৩০ মে, ২০১১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের রেয়াতি সুদ হার ২%-এর স্থলে ৪%-এ পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে ।

এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ১০/১০/২০০৬ এবং এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ: ০৩/১২/২০০৯ এবং এসিডি সার্কুলার লেটার নং ২, তারিখ: ১২/১০/২০১০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদহার ২% হতে বৃদ্ধি করে ৪%-এ পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ করে আসছে। এখন থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহও তাদের বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৬% হারে সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে সুদ ক্ষতি বাবদ প্রদত্ত ৬% হিসাবে নেয়ার পরও কোনো ব্যাংকের কিছুটা সুদ ক্ষতি হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR)-এর আওতায় গণ্য করা হবে।

সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতি ৪% সুদের হারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে উপরোল্লিখিত সার্কুলারসমূহের মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪% হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেশারী, ছোলা, মটর, মাসকলাই, ও অড়হর ।
খ) তেলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবীন ।
গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ পিয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, হলুদ ও জিরা ।
ঘ) ভুট্টা।

২) উল্লেখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মওসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশ জারী করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি এ সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

(চলমান পাতা-২)

(পূর্ব পৃষ্ঠা হতে)

রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঃ

(১) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৬% হারে সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত যেমন- মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরীর সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, রেয়াতি সুদ অরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমানিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করত তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা পুনর্ভরণের ব্যবস্থা করবে।

(৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, কোন ফসলের জন্য ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

(৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষীদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৫) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদের হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

(৬) উপরোক্ত ব্যবস্থার অধীনে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকী জোরদার করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনা ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, এম, মনিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৭১২০৯৪৭